



হামাসের প্রস্তাব নাকচ, গাজায় ফের যুদ্ধ শুরুর ইঙ্গিত ইসরায়েলের



সংগৃহীত ছবি

গাজা পরিস্থিতি নিয়ে সাম্প্রতিক আলোচনার পর হামাসসহ বিভিন্ন ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী একটি যৌথ প্রস্তাব উপস্থাপন করে। তবে সেই প্রস্তাব ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, হামাস নিরস্ত্র হতে রাজি, তবে এর বিনিময়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

মিডল ইস্ট আইয়ের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোববার (৩ মে) এক জ্যেষ্ঠ ফিলিস্তিনি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সূত্রটি জানায়, আলোচনায় ফিলিস্তিনি পক্ষ স্পষ্ট করে বলেছে—নিরস্ত্রীকরণের বিষয়টি রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। একই সঙ্গে গাজার মানুষের ওপর হামলা বন্ধ এবং ভবিষ্যতে সহিংসতা না চালানোর নিশ্চয়তাও দাবি করা হয়।

গত কয়েক সপ্তাহে কায়রো ও ইস্তাম্বুলে একাধিক দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনি দলগুলোর প্রতিনিধি অংশ নেন। তবে আলোচনায় বড় ধরনের মতবিরোধ দেখা দেয়। বিশেষ করে গাজায় একটি টেকনোক্র্যাটিক প্রশাসন গঠনের আগে হামাসসহ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর নিরস্ত্রীকরণের দাবি নিয়ে দুই পক্ষের অবস্থান একেবারেই ভিন্ন ছিল।

সূত্রটি আরও জানায়, গত শুক্রবার ফিলিস্তিনি প্রতিনিধিরা তাদের প্রস্তাব মিশর ও তুরস্কের কাছে হস্তান্তর করে, যারা এই আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু পরদিনই মধ্যস্থতাকারী দেশগুলো এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল জোট প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে দেয়। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনি আলোচক দলকে গাজায় নতুন করে সামরিক অভিযানের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়।

ফিলিস্তিনি পক্ষের অবস্থান স্পষ্ট—স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া নিরস্ত্রীকরণের কোনো শর্ত তারা মেনে নেবে না। অন্যদিকে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র বলছে, টেকসই যুদ্ধবিরতি ও স্থিতিশীলতার জন্য নিরস্ত্রীকরণই প্রথম ও অপরিহার্য শর্ত।